প্রথম আলো

তারিখ ... 11 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্মেলন আজ

কমিটি নিয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থান

আসিফুর রহমান ●

দীর্ঘ চার বছর পর আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বেলা ১১টায় সম্মেলন শুরু হবে। তবে সম্মেলনের পর নতুন নেতৃত্বের ঘোষণা নিয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থান নিয়েছেন সভাপতি-সম্পাদক।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ দুই পদপ্রত্যাশীর জীবনবৃত্তান্ত জমা নেওয়ার শেষ দিন ছিল। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোট ১৯০ জন আবেদন করেছেন। জীবনবৃত্তান্ত জমা নেওয়ার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি জয়দেব নন্দী বলেন, বিভিন্ন হল কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপসম্পাদক, সহসম্পাদক ও সদস্য পর্যায়ের কয়েকজন জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছেন।

ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী অন্তত ২০ জনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। নানা হিসাব-নিকাশ করছেন। তাঁদের প্রশ্ন, সম্মেলনের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি ঘোষণা করা হবে কি না। নেতাদের কাছেও তাঁরা এর সদুত্তর পাচ্ছেন না।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। সম্মেলনের তারিখ ঠিক করা হয়েছে আমাকে না জানিয়েই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।' তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি একসঙ্গে ঘোষণা করতে হবে অথবা আপার (প্রধানমন্ত্রী) সামনে বসে কমিটি দিতে হবে।

আগামী ২৫-২৬ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন।

> ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী অন্তত ২০ জনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। নানা হিসাব-নিকাশ করছেন

এখন কমিটি ঘোষণা হলে মধ্যবর্তী সময়টুকু কাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা নিয়েও রয়েছে জটিলতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসানের মতে, কমিটি ঘোষণা হলেও হয়তো বা বর্তমান কমিটিই ওই সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। প্রথম কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন করা। এরপর আলোচনা করে কমিটি কবে দেওয়া হবে, তার সিদ্ধান্ত হবে। যদি কমিটি আগে ঘোষণা হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটির ভোটার কারা ঠিক করবেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'নতুনেরা হয়তো গুছিয়ে উঠতে পারবেন না। আর সাবেক হিসেবে আমাদের একটা ভূমিকা তো থাকবেই। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ভেঙে গেলেও তো হল কমিটি ভাঙবে না। সেখান থেকেই ভোটার হবে।'

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির জন্য ২৯ বছর বয়সীদের জীবনবৃত্তান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছাত্রলীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নেতাদের সর্বোচ্চ বয়সসীমাও ২৯। কেন্দ্রীয় কমিটি কি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি থেকে কম বয়সী বা সমবয়সী হবে? এমন হাজারো প্রশ্ন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও পদপ্রত্যাশীদের।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি নিয়ে আর একটি বড় প্রশ্ন, দুই দশক ধরে এই কমিটিতে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের দুজন নেতা আছেন। এবার কী এর ব্যতিক্রম হবে—জানতে চাইলে সভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, যাঁর যোগ্যতা রয়েছে, সেই ছাত্রলীগের নেতা হবেন। এখানে এলাকার প্রাধান্য বলে কোনো-কথা নেই।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলা কমিটি করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির। সম্মেলন সংগঠনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এবারও সংগঠনের সব রীতিনীতি মেনেই কমিটি হবে। এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।